আউলিয়াদের যিয়ারাত কর

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আলহামদুলিল্লাহ আমরা শেইখ মাওলানার যিয়ারাত করে এসেছি। শেইখ মাওলানার মাযার পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার মানুষে পরিপূর্ণ ছিল। আউলিয়াদের হিম্মাত (সহায়তা) সবসময় উপস্থিত থাকে। উনারা মাযারে শায়িত থাকা অবস্থায়ও বিশেষ ক্ষমতা রাখেন। উনাদের কবরসমূহ জান্নাতের বাগান, উনারা যাকে খুশী ডেকে নেন এবং সেখানে কারামাত ঘটে।

অনেক লোক আউলিয়াদের স্বীকার করে না এবং উনাদের যিয়ারাত করাও মানে না। কিন্তু বাবা-মার কবর যিয়ারাতও আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর একটি আদেশ। আউলিয়াদের, নাবীগণের এবং সাহাবাদের যিয়ারাত ঈমানকে মজবুত করে। এ সকল মানুষদের জীবন কেমন ছিল? উনারা আল্লাহ্‌র পথে অনেক মেহনত করেছেন। উনারা কখনো অভিযোগ করেননি যদিও উনারা বহু যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে গেছেন।

উনারা কেন অভিযোগ করেননি? কারণ উনারা ভালো করেই জানতেন উনারা কি করছেন, উনারা জানতেন কত সৌন্দর্য্যময় একটি পথে উনারা আছেন। তাই উনারা কখনো অভিযোগ করেননি। উনাদের যা কিছু পার্থিব দুর্দশা ছিল, পার্থিব সমস্যা, কষ্ট, তা উনাদের জন্য কোন অভিযোগের বিষয় ছিল না। উনারা আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করে গেছেন কারণ উনারা আল্লাহ্‌কে জানতেন এবং এভাবেই উনারা মানুষের জন্য আদর্শে পরিণত হয়েছেন।

একটি অভিযোগ থেকে আরেকটি অভিযোগ আসে, আর এরকম করতে করতে জীবনের পুরো সময়টাই নিরর্থক কাজে ব্যয় হয়ে যায়। অভিযোগ থেকে এরকম কথা চলে আসে যে, "যদি আমি এরকম করতাম বা সেরকম করতাম"। কামনা করার কোন

প্রয়োজনই নেই আমাদের। যদি আল্লাহ্ (জাল্লা জালালুহু) একভাবে আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন, নিজে ইচ্ছা করে কোনকিছু ঘটান, তার সামনে আমাদেরকে মাথা নত করতে হবে। সেসব পবিত্র মানুষেরা তাদের পুরো জীবনটাই কৃতজ্ঞতায় এবং প্রসন্নতায় কাটিয়েছেন যেন তারা আমাদের জন্য উদাহরণ হতে পারেন। উনারা অনাগত মানুষদের সমস্যার জন্য সমাধানে পরিণত হয়েছেন।

নিশ্চয়ই উনাদের যিয়ারাতে বিশাল উপকার আছে। অনেক সময় মানুষেরা হতাশায় পতিত হয় এবং তা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তাদের ওষুধ খাওয়া লাগে। শেইখ মাওলানা (কাদ্দাস আল্লাহু সিররুহু) বলেন, "সাতজন আউলিয়া আল্লাহ্‌র যিয়ারাত কর। তোমার হতাশা দূর হবে। উনারা তোমার মনের বোঝা হালকা করে দেবেন।"

আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া যে পবিত্রজনেরা সব জায়গাতেই আছেন। পবিত্রজনেরা এই দেশে (তুরস্কে) আছেন, অন্যান্য দেশেও আছেন, এমনকি কাফিরদের দেশেও আছেন কারণ মুসলিমরা সব জায়গায় গেছে এবং সেসব জায়গায় শাহাদাত বরণ করেছে। অথবা সেসব জায়গা আগে ইসলামী রাষ্ট্র ছিল এবং যখন মুসলিমরা সেখান থেকে সরে আসে, তাদের পবিত্রজনদের কবর সেখানে থেকে যায়। অমুসলিমরাও উনাদের নুর এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বুঝতে পারে এবং মাঝে মাঝে উনাদের যিয়ারাত করতে যায়।

মুসলিমদের জন্য এটি একটি বিশাল নিয়ামাত। এই জন্যই যিয়ারাত করা ভালো। আল্লাহ্ যেন উনাদের ক্ষমতা কম না করেন। আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে উনার সবসময় যিয়ারাতের তাওফিক দান করেন। উনাদের রুহানী ক্ষমতা যেন আমাদের উপরেও বজায় থাকে এবং উনাদের আধ্যাত্মিক স্তর যেন সুউচ্চ হয়।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬/২৮ রাবিউল আখির ১৪৩৭